শিক্ষাঙ্গণের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি
ডাকসু নির্বাচনের পূর্বশর্ত

ডাকসু নির্বাচন ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি মধুর কেন্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা আলমগীর হোসেন সুজন, রাজীব কান্তি রায়, সুহাইল আহমেদ শুভ, কিশোয়ার ওয়াসেকা এথিনা, রুখসানা আফরোজ আশা, সজল বাড়ৈ, মুক্তা বাড়ৈ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু ও হল সংসদ এর গঠনতন্ত্র সংশোধন, নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে দুটি কমিটি গঠন করেছে এবং তাঁরা তাদের সুপারিশ দিয়েছেন। নিয়োগ করা হয়েছে রিটার্নিং কমকর্তা ও উপদেষ্টা পরিষদ। ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ডাকসু'র ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-মাস্টার্স-এমফিল এর শিক্ষার্থীদের কথা বলা হয়েছে আবার এদের বয়স অনুর্ধ্ব ৩০ হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা মনে করি সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত একপাক্ষিক-বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক। ডাকসু'র গঠনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো সংশোধন করে ঐতিহ্যবাহী এ সংস্থার শক্তিকে হ্রাস করার এটা এক নীল নকশা। কারা ডাকসু'র সদস্য হতে পারবে তা নিয়ে সুচতুর কৌশলে এক বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ ও হল সংসদের চাঁদা দেয় তারা সকলেই ডাকসু'র ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের সাজানো পরিকল্পনায় পা দিয়ে প্রশাসন একে সেশন, বয়স ইত্যাদি নানাবিধ সীমায় সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা চলছে। আমরা আগেই বলেছি ঐতিহ্যগতভাবে ডাকসু বরাবরই ছিলো এদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদগুলোও নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু ডাকসু সবাইকে পথ দেখিয়েছে। শাসকরা আজ এই সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী ও আচরণবিধি করে ডাকসু'র ঐতিহ্য ও ক্ষমতাকে খর্ব করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার একাডেমিক এক্সিলেন্স এর জন্য যতটা না পরিচিত তার চেয়ে বেশি পরিচিত জনগণের বিবেক হিসেবে জাতির প্রতিটি সন্ধিক্ষণে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য। আজ ডাকসুকে শাসকদের ইচ্ছামাফিক পরিচালনার স্বার্থে ছাত্রদের ক্লাবে পরিণত করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিতর্ক তোলা হচ্ছে সান্ধ্যকালীন বাণিজ্যিক কোর্সের শিক্ষার্থীরা কি ডাকসু'র ভোটার বা প্রার্থী হতে পারবে? সান্ধ্যকালীন বাণিজ্যিক কোর্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোন বাণিজ্যিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো সবসময় সোচ্চার থেকেছে। বাণিজ্যিক কোর্সগুলো যখন শুরু করা হয় তার বিরুদ্ধে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন করেছি, ধর্মঘট করা হয়েছে। আন্দোলনের মুখে বাংলা, সাংবাদিকতা, সিএসই, সঙ্গীতসহ বেশ কিছু বিভাগ এই কোর্স চালু করতে চেয়েও পারেনি। আবার বেশ কিছু বিভাগ চালু করেছে। আমরা এখনো দাবি করছি সকল বাণিজ্যিক কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়কে এক বেলা পাবলিক, এক বেলা প্রাইভেটে পরিণত করার চক্রান্ত বন্ধ করা হোক এবং একই সাথে চলমান বাণিজ্যিক সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কোর্সের মতো সাধারণ কোর্সের অর্ন্তভুক্ত করা হোক। এই বিরোধ তো শাসকদের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিরোধ কিন্তু যে সকল শিক্ষার্থী এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হয়েছেন এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদের চাঁদা পরিশোধ করেন তাঁদের ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সে অধিকার খর্ব করতে পারে না। এসকল বাণিজ্যিক কোর্সের প্রতি প্রশাসন এখন যে মনোভাব দেখাচ্ছেন সেটি যদি এই কোর্সগুলো শুরু করার সময় দেখাতেন তাহলে হয়তো আজকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন আত্মঘাতী বিতর্কে লিপ্ত হতে হতো না। বয়সসীমা নিয়েও অহেতুক কূটতর্ক করা হচ্ছে। পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বয়সসীমা বেধে দেয়া আছে বলে আমাদের জানা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম রদ করা হয় তখনো আমরা বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের কোন বয়সসীমা বেধে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বিরোধী। যে কোন বয়সে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। কোন পক্ষকে সুবিধা করে দেয়ার জন্য প্রশাসন এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কিনা সে সংশয়ও জনমনে আছে। আবার দীর্ঘসময় ধরে হলগুলোতে যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় আছে তার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ভোট গ্রহণের বুথ হল থেকে সরিয়ে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তরিত করার যে দাবি তোলা হয়েছিল তাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে। নির্বাচিত ডাকসু'র অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ক্ষমতাবলে ডাকসু'র গঠনতন্ত্রের এমন মৌলিক কাঠামো সংশোধনও অগণতান্ত্রিক বলেই আমরা মনে করি। নির্বাচিত ডাকসু'রই কেবল এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা থাকা উচিত। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার তোড় জোড় থাকলেও, পরিবেশ নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ততটাই নির্জীব দেখাচ্ছে। তাতে নির্বাচন হবে কিনা সে সন্দেহের ঘোর অন্ধকার প্রবলভাবে বাড়ছে। আমরা চাই সকল বাঁধা দূর হোক, অমানিশার ঘোর অন্ধকার কাটুক, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

গঠনতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক সংশোধনী ও আচরণবিধি করে ছাত্রদের অধিকার হরণ এবং ডাকসু'র ঐতিহ্য ও ক্ষমতাকে খর্ব করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে

সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি–

১। ক্যাম্পাসে হলে সন্ত্রাস-দখলদারিত্বমুক্ত সহাবস্থান, গণতান্ত্রিক শিক্ষাঙ্গন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

২। গেস্টরুম-গণরুমে ছাত্র নির্যাতন-হয়রানি বন্ধ করতে হবে, নির্যাতনকারীদের শাস্তি দিতে হবে।

৩। পরিবেশ পরিষদের নীনি মেনে প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকেই মেধার ভিত্তিতে হলে হলে সিট বণ্টন করতে হবে।

৪। ডাকসু ও হল সংসদের ফি প্রদানকারী শিক্ষার্থী সকলের ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আবাসিক-অনাবাসিক সকল শিক্ষার্থীর ভোটাধিকার সুরক্ষায় একাডেমিক ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৬। আচরণ বিধিতে শ্রেণি কক্ষে প্রচার নিষিদ্ধ করা, প্রচারের সময় দুপুর ২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা, নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে রাজনীতিবিধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অতিথি করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

[বি. দ্র. আমাদের সংবাদ সম্মেলনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থীদের ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।]